নাজাত প্রাপ্ত দলের আকীদাহ

বিভাগ/অধ্যায়ঃ প্রশ্ন এবং তাঁর উত্তরসমুহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ হাফেয বিন আহমাদ আল-হাকামী (রহঃ)

প্রশ্নঃ (১১০) কবর থেকে পুনরুত্থানের দলীল কী?

উত্তরঃ কবর থেকে পুনরুত্থানের দলীলগুলো নিম্নরূপঃ আল্লাহ্ তাআ'লা বলেনঃ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

"হে লোক সকল! যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ কর, তবে শুন! আমি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছি। এর পর বীর্য থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে তারপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংস পিন্ড হতে, তোমাদের নিকট (আমার কুদরত) বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে। আর আমি এক নির্দিষ্ট কালের জন্যে মাতৃগর্ভে যা ইচ্ছা রেখে দেই"। (সূরা হজ্জঃ ৫) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لاَ رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ

"এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ্ সত্য। তিনিই মৃতকে জীবন দান করবেন। আর তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। আর কিয়ামত অবশ্যই সংঘটিত হবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর কবরে যারা আছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই পুনরুত্থিত করবেন"। (সূরা হজ্জঃ ৬-৭) আললাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

"তিনিই আল্লাহ, যিনি প্রথমবার সৃষ্টি করেন। অতঃপর তিনিই পুনরায় সৃষ্টি করবেন। আর এটি তাঁর জন্যে অধিকতর সহজ"। (সূরা রূমঃ ২৭) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُه

"যেভাবে আমি সৃষ্টির সূচনা করেছিলাম, সেভাবে পুনরায় সৃষ্টি করব"। (সূরা আম্বিয়াঃ ১০৪) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

وَيَقُولُ الإِنْسَانُ أَئِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا * أَوَلاَ يَذْكُرُ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا

"মানুষ বলেঃ আমার মৃত্যু হলে আমি কি জীবিত অবস্থায় পুনরুত্থিত হব? মানুষ কি স্মরণ করে না যে, আমি তাকে পূর্বে সৃষ্টি করেছি যখন সে কিছুই ছিল না"। (সূরা মারইয়ামঃ ৬৬-৬৭) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

أَوَلَمْ يَرَ الإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ * وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ

"মানুষ কি দেখে না যে, আমি তাকে সৃষ্টি করেছি শুক্রবিন্দু হতে? অথচ হঠাৎ সে হয়ে গেল প্রকাশ্য

বাকবিতন্ডাকারী। আর সে আমার সম্পর্কে উপমা রচনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়। সে বলেঃ হাড্ডিতে কে প্রাণ সঞ্চার করবে, যখন ওটা পচে গলে যাবে''? আপনি বলুনঃ ওর মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি এটা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন''। (সূরা ইয়াসীনঃ ৭৭-৭৯) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

''তারা কি দেখে না যে, আল্লাহ্ আকাশমন্ডলী ও যমীন সৃষ্টি করেছেন এবং এসবের সৃষ্টিতে কোন ক্লান্তিবোধ করেননি। তিনি মৃতকে জীবন দান করতে সক্ষম। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান''। (সূরা আহকাফঃ ৩৩) আল্লাহ্ তাআলা আরো বলেনঃ

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

''আর তাঁর আরেকটি নিদর্শন এই যে, আপনি ভূমিকে দেখবেন অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমি তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করলে তা শস্যশ্যামল এবং বৃদ্ধি হয়। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেন, তিনিই মৃতের জীবন দানকারী। তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান''। (সূরা হা-মীম সাজদাহঃ ৩৯) এছাড়াও আরো আয়াত রয়েছে।

উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলো ছাড়াও আল্লাহ্ তা'আলা অসংখ্যবার পানির মাধ্যমে মৃত যমীনকে জীবিত করার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। ফলে মৃত যমীন আন্দোলিত হয় এবং তা সবুজ আকার ধারণ করে। অথচ সেটি ছিল অনাবৃষ্টির কারণে মৃত ও শুস্ক। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উকাইলীর দীর্ঘ হাদীছে মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের উদাহরণ এভাবে পেশ করেছেন যে, তোমার মা'বুদের জীবনের শপথ! প্রত্যেক নিহত এবং প্রত্যেক মৃতের কবর বিদীর্ণ করা হবে। সে তার মাথার দিক থেকে জীবিত হয়ে উঠে বসবে। তোমার প্রতিপালক তোমাকে জিজ্ঞেস করবেঃ তোমার অবস্থা কি? সে বলবেঃ হে আমার প্রতিপালক! গতকালের কথা। আমি আমার পরিবার ও সন্তানদের সাথে ছিলাম। সাহাবী বলেনঃ আমি বললামঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমাদেরকে একত্রিত করা হবে? অথচ আমরা পচে গলে শেষ হয়ে যাব, বাতাস আমাদেরকে উড়িয়ে নিবে এবং হিংস্র প্রাণীরা আমাদেরকে খেয়ে ফেলবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেনঃ আমি তোমার কাছে ঐ রকমই আল্লাহর নিদর্শন বর্ণনা করব। আমি একটি যমীন দেখেছি। সেটি পোড়া মাটির ন্যায় শক্ত হয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলামঃ এটি পুনরায় কখনও জীবিত হবে না। আল্লাহ্ তাআলা সেখানে বৃষ্টি বর্ষণ করলেন। কয়েক দিন পর আমি সেখান দিয়ে অতিক্রম করলাম। আমি দেখলামঃ সেটি পানি বিশিষ্ট একটি শস্য ক্ষেতে পরিণত হয়েছে। তোমার প্রভুর হায়াতের শপথ! যমীনকে পানি দ্বারা জীবিত করার চেয়ে তিনি তোমাদেরকে কবর থেকে জীবিত করে হাশরের মাঠে উপস্থিত করতে অধিক ক্ষমতাবান।[1] এ রকম আরো অনেক হাদীছ রয়েছে।

ফুটনোট

[1] - এটি একটি দীর্ঘ হাদীছের অংশ, যা ইমাম আহমাদ বিন হাম্বাল (রঃ) মুসনাদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম আলবানী (রঃ) হাদীছটিকে যঈফ বলেছেন। দেখুনঃ যিলালুল জান্নাত হাদীছ নং- ৬৩৬।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=11924

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন